জীবননগরে রাতের আধারে কৃষকের বাড়িতে ডাকাত দলের হানা

জীবননগরে রাতের আধারে কৃষকের বাড়িতে সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের হানা নগদ অর্থসহ স্বর্ণালঙ্কার লুট এক মাসের ব্যবধানে একই এলাকাতে তিনবার ডাকাতির ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। গত বৃহস্পতিবার রাত ২টার সময় জীবননগর পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড নারায়নপুর গ্রামের মৃতঃ আফসার আলীর ছেলে কৃষক হাবিবুরের বাড়িতে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ২টার সময় মুখোশ পরা অবস্থায় ১৫ থেকে ২০জনের একটি সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সদস্যরা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে । এ সময় বাড়ির ৫জন সদস্যকে জিম্মি করে ঘরে থাকা নগদ ১২হাজার টাকাসহ স্বর্ণালঙ্কার লুট করে নিয়ে যায়।এদিকে গত এক মাসের ব্যবধানে একই এলাকায় তিনবার ডাকাতি হওয়ার ঘটনায় এলাকার সাধারন মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, কোরবানীর ঈদের দুই দিন আগে গঙ্গাদাশপুর গ্রামের মৃত মান্দার আলীর ছেলে পল্লী চিকিৎসক আঃ সালাম জীবননগর বাজার থেকে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার পথে সীমান্ত ব্রীক্সের অদুরে আম বাগানের নিকট তাকে থামিয়ে কাছে থাকা নগদ অল্প কিছু টাকা ও কিছু ঔষধ নেওয়ার চেষ্টা করে টাকা দিতে অপরাগত জানালে তার মাথায় হাসুয়া দিয়ে কোপ মেরে গুরুত্বর আহত করে কাছে থাকা মালামাল ডাকাত দলের সদস্যরা পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে জীবননগর থানা পুলিশের সদস্যরা আমবাগানের মধ্যে অভিযান চালিয়ে ঔষধ উদ্ধার করে।

গত ১লা আগস্ট শনিবার রাত সাড়ে ১০টার সময় একই স্থানে রাস্তার উপর গাছ ফেলে গঙ্গাদাশপুর গ্রামের আব্দুর রহমান, আশা ঘটক, বাবু এবং বাবুর কারখানার শ্রমিকদের আটক করে তাদের নিকট কোন অর্থ না পাওয়ায় তাদেরকে মারধর করে ছেড়ে দেয়। এদিকে সপ্তাহ যেতে না যেতেই আবারও এক কৃষকের বাড়িতে ডাকাতি।

স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলছেন যে স্থানে একাধিকবার ডাকাতির ঘটনা ঘটছে তার পাশেই পুলিশ থাকছে পুলিশ থেকেও যদি ডাকাতি হয় তা হলে সাধারন মানুষ নিরাপত্তা থাকবে কি ভাবে।ডাকাতদের ভয়তে এখন বাড়িতে

থাকায় দায় হয়ে পড়েছে।জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন,নারায়নপুর গ্রামে যে বাড়িতে এ ঘটনা ঘটেছে ওই পরিবারের লোকজন থানায় কোন অভিযোগ করেনি তবে বিষয়টা আমরা তদন্ত করছি । তদন্ত পুর্বক দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গার বেগমপুর যদুপুর গ্রামে গর্তের পানিতে পড়ে শিশু কন্যার করুন মৃত্য

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমমপুর ইউনিয়নের দর্শনা থানার যদুপুর গ্রামে গর্তের পানিতে পড়ে মিতু নামের এক শিশুর করুণ মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে আজ ০৬,আগষ্ট শুক্রবার সকাল ১১ টার দিকে বেগমপুর যদু পুর গ্রামের মায়ের অসাবধানবশত ১৮ মাস বয়সী মিতু বাড়ির পাশে গর্তের পানিতে পড়ে তার করুন মৃত্য হয়। পারিবারিক সৃত্রে জানাগেছে বেগমপুর ইউনিয়ের দর্শনা থানার যদুপুর গ্রামের পশ্চিম পাড়ার জুয়েলের মেয়ে মিতিু ১৮ মাস বয়সী কন্যা শিশু ঘরে খেলতে খেলেতে কখন মায়ের অজান্তে নেমে যায়। মা খেয়াল না করায় বাড়ির পাশে গর্তের পানিতে পড়ে যায়। পরে খোজাখুুজি করলে দেখে গর্তের ভিতর ডুবে পড়ে আছে। সাথে সাথে মিতুর পানির ভিতর তুলে দেখে সে মরে গেছে।এ ঘটনায় শিশুর পিতা মাতা প্রায় প্রলোপ হয়ে গেছে এবং এলাকায় নেমে এসেছে শোকের মাতম।

জীবননগরে শেখ কামালের ৭২তম

জন্মবার্ষিকী পালিত

জীবননগরে শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭২তম জন্মদিন পালিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে শেখ কামালের ৭২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে উপজেলা পরিষদের হলরুমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সময প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলার সহকারী কমিশনার ভুমি মোঃ মহিউদ্দিন,উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

দামুড়হুদা উপজেলায় শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর ৭২ তম জন্মবার্ষিকী পালন

স্বাধীনতার মহান স্থাপিত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা
জ্যেষ্ঠপুত্র বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭২ তম জন্মবার্ষিকী ছিলো ৫ আগষ্ট । ১৯৪৯ সালের এই দিনে গোপালগঞ্জে টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি।এ উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে পুষ্পস্তবক অর্পণ,দোয়া ও আলোচনা সভার অনুষ্টিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান এর সভাপতিত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনসুর বাবু।

সরকার ঘোষিত শহীদ শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উদযাপনে দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ চত্বরে সকাল ৭◌ঃ৩০ ঘটিকায় বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপজেলা পরিষদ,উপজেলা প্রশাসন,বীর মুক্তিযোদ্ধা,রাজনৈতিক ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দ।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসনের পক্ষে চেয়ারম্যান আলি মুনসুর বাবু ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান। পরবর্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপজেলা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান ও সাবেক কমান্ডার আছির উদ্দিন, উপজেলা আঃলীগের পক্ষে সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু,দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আঃ লীগের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবীর ইউসুফ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে এর পক্ষে সভাপতি এম নুরুন্নবী, দামুড়হুদা মডেল থানার পক্ষে অফিসার ইনচার্জ আব্দুল খালেক, দর্শনা থানার পক্ষে অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান কাজল ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আঃ লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু, দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ, উপজেলা বীর মুক্তিযোদ্ধার সাবেক কমান্ডার আছির উদ্দিন,দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল খালেক, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান কাজল,দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে’র সভাপতি এম নুরুন্নবী,দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আঃ লীগ ও জেলা পরিষদের সদস্য শফিউল কবীর ইউসুফ, শ্রমিক লীগের সভাপতি হাজী আঃ কাদির,উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান, নির্বাচন অফিসার ইসহাক,আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজ এর অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন,উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হয়রত আলি,মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম জাকারিয়া আলম, আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনসুর বাবু বলেন,
বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল স্বাধীনতা- উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুর্নগঠন ও পুর্নবাসন কর্মসূচির পাশাপাশি সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণে মঞ্চনাটক আন্দোলনের ক্ষেত্রে শেখ কামাল ছিলেন প্রথম সারির সংগঠন।বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শেখ কামাল বন্ধু ও শিল্পীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন ‘স্পন্দন’ শিল্পগোষ্ঠী।

আলোচনা সভায় উপস্থিত অন্যআন্য বক্তারা বলেন,বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ছিলেন একজন উদার ও মানবিক মনের অধিকারী।বাংলাদেশের শিল্প,সাহিত্য, সংস্কৃতি অঙ্গনের শিক্ষার অন্যতম উৎসবমুখর ছায়ানটের সেতার বাদক বিভাগের ছাত্র ছিলেন,তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা পড়া করতেন।এছাড়াও তিনি ছিলেন ঢাকা থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।অভিনেতা হিসেবেও তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যাঙ্গনে প্রতিষ্টিত ছিলেন।

শৈশব থেকে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি,বাস্কেটবল সহ বিভিন্ন খেলাধুলায় ছিলো প্রচন্ড উৎসাহ।উপমহাদেশের অন্যতম ক্রীড়া সংগঠক ও আধুনিক ফুটবলের প্রবর্তক আবাহনী ক্রীড়া চক্রের প্রতিষ্ঠিতা

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

৫ই আগষ্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা এঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালে সাহেবের ৭২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ফুলের পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা ডিসি সাহিত্য মঞ্চে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, ক্রীড়া সংগঠক এবং সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম।এ সময় তিনি বলেন,
হৃদয়বিদারক ’৭৫ এর ১৫ই আগস্ট:

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কথা। সে উপলক্ষ্যে ক্যাম্পাসে একটি উৎসবমুখর পরিবেশ চলমান ছিল। শেখ কামাল কয়েকদিন ধরে একটি স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগেডের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এই ব্রিগেড ১লা আগস্ট থেকে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা মহড়া শুরু করে। ১৪ই আগস্ট নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা লেডিস ক্লাবে নাসিম ওসমানের বিয়ের অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক অংশগ্রহণের পর রাতে ক্যাম্পাসে ফিরে আসেন এবং স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগ্রেডের সদস্যদের সঙ্গে মত-বিনিময় করেন। তিনি মধ্যরাতে বাসায় যাওয়ার সময় বলে যান- তিনি খুব সকালেই চলে আসবেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোররাতে কিছু বিপথগামী সৈন্য বঙ্গবন্ধুর বাসায় আক্রমণ করলে তাদের গুলিতে দু’জন পুলিশ সদস্য আহত হয় এবং আর্তচিৎকার করতে থাকে। এ সময় পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে শেখ কামাল দ্বিতীয় তলা থেকে নীচ তলার অভ্যর্থনা কক্ষে পৌঁছামাত্র প্রথমেই তাকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঙালি জাতির ভাগ্যাকাশে এক মহা-দুর্যোগ নেমে আসে। একে একে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের ১৮জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বীর মুুক্তিযোদ্ধা শহিদ শেখ কামাল রাজধানীর বনানী কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে আরোও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মনিরা পারভীন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার মোঃ সাদিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কনক কুমার দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম, শিক্ষানবীশ সহকারি পুলিশ সুপার জনাব সাজিদ হোসেন, আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান, অফিসার ইনচার্জ চুয়াডাঙ্গা সদর থানাসহ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় স্থানীয় শহীদ দিবসে পতাকা উত্তোলন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা ও আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গায় স্থানীয় শহীদ দিবসে জাতীয়, কালো ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পতাকা উত্তোলন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত ।

চুয়াডাঙ্গায় যথাযোগ্য মর্যাদায় স্থানীয় শহীদ দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮ টায় চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জগন্নাথপুরে আটকবর ৮ শহীদের স্মৃতিসৌধে জাতীয়, কালো ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পতাকা উত্তোলন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন, বিশেষ অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক(সার্বিক) মনিরা পারভীন, সাবেক জেলা মুক্তিযোদ্ধ কমান্ডার নূরুল ইসলাম,বাংলাদেশ জাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির স্থায়ী সদস্য দর্শনার জন্য আমরা সংগঠক মো: আনোয়ারুল ইসলাম বাবু প্রমুখ। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ৫ আগস্ট এই দিনে পাকবাহিনীর সাথে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে দামুড়হুদার নাটুদহে জেলার ৮ জন মুক্তিযোদ্ধা সম্মুখ সমরে শহীদ হন। সে দিনটিও ছিলে বৃহস্পতিবার।

জীবননগরে দুস্থ অসহায় পরিবারের

মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ

জীবননগরে মহামারী করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ দুস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার সকাল ৯টার সময় জীবননগর শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের আয়োজনে উপজেলার ৪৮টি পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ হয়। শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন জীবননগর এরিয়ার সহকারি পরিচালক শাহাজামালের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলাম।বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর পৌর কাউন্সিলার জয়নাল আবেদীন,সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদ প্রমুখ।

অভিযুক্ত খুনি সুজন গ্রেফতার ॥ থানায় প্রেস ব্রিফিং

গত শনিবার দুপুর দেড়টার দিকে দর্শনা পৌর শহরের ঈশ্বরচন্দ্রপুর বড় মসজিদপাড়ার আসানুল ইসলামের ছেলে জাকির হোসেন (১৯) ও একই পাড়ার আমজাদ আলীর ছেলে সুজন পাপড় ভাজা খাচ্ছিলো। এ সময় জাকির ও সুজনের মধ্যে বাক-বিতন্ডার ঘটনা ঘটে। এর এক পর্যায়ে সুজনের বাবাকে গলা ছিলা ও কান কালা বলে কটাক্ষ করে জাকির।

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সুজন দৌড়ে বাড়ি থেকে তার বাবা সহ কয়েকজন ধারালো ছুরি এনে হানা দেয় জাকিরের উপর। এ সময় একইপাড়ার তাহার আলীর ছেলে শহিদুল ইসলাম ঠেকাতে আসলে তার বুকে স্বজোরে ছুরিকাঘাত করে সুজন। সুজনের ছুরিকাঘাতে আরো রক্তাক্ত জখম হন শহিদুলের ছেলে ইলফাজ (২২), ফরিদ (৩৫) ও জাকির (২০)।

আহতদের মধ্যে শহিদুলকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে নেয়া হয় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। সুজন, ইলফাজ ও জাকির দর্শনা কলেজ পড়ুয়া ছাত্র। তাদের মধ্যে ছিলো গভীর বন্ধুত্বও। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই দিনই বিকাল ৩ টার দিকে মারা যান শহিদুল ইসলাম। এ দিকে অবস্থা বেগতিক বুঝে সুজন সহ তার পরিবারের সদস্যরা

বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে গা ঢাকা।

এ ঘটনায় নিহত শহিদুলের মেয়ে আমেনা খাতুন বাদি হয়ে সুজনকে প্রধান আসামী করে ৬ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেন। এ মামলার বাকী আসামীর তালিকায় রয়েছে গফুর মিয়ার ছেলে আমজাদ আলী (৪৫), আমজাদ আলীর ছেলে শামীম হোসেন (২৬), আমজাদ আলীর স্ত্রী গোলেহার খাতুন (৪২) মশিউর রহমান ছোটনের স্ত্রী কাজল (৩০) ও বক্স মন্ডলের ছেলে সোলাইমান (৩৮)।

গত সোমবার রাত সাড়ে ৩ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের নির্দেশে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহব্বুর রহমান রহমান কাজলের নেতৃত্বে, ইন্সপেক্টর (তদন্ত) শেখ মাহবুবুর রহমান, ইন্সপেক্টর (অপরেশন) আবু সাঈদ, এসআই সুমন্ত বিশ্বাস, জীবননগর থানার এসআই মেফাউল হাসান এবং এএসআই ইমামুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালান চালান ঝিনাইদাহ জেলার মহেশপুর উপজেলার ঘুগরি পান্তাপাড়া ইউনিয়নের মানিকদিহি গ্রামে।

ওই গ্রামের জনৈক ব্যাক্তি বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত খুনি সুজনকে। সুজনকে গ্রেফতারের পর করা হয় পুলিশি জিজ্ঞাবাদ। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকান্ডের ঘটনার কথা স্বিকার করেছে।

এ ঘটনায় মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার দিকে প্রেস ব্রিফিং দেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম। উপস্থিত ছিলেন সহকারি পুলিশ সুপার মোঃ সাজিদ হোসেন, দর্শনা থানার ওসি মাহব্বুর রহমান কাজল, ইন্সপেক্টর (তদন্ত) শেখ মাহবুবুর রহমান, ইন্সপেক্টর (অপরেশন) আবু সাঈদ, সেকেন্ট অফিসার এসআই আহম্মদ আলী, এসআই আ. রহমান খান, সুমন্ত বিশ্বাস, শিহাব উদ্দিন, মাহমুদুল হাসান মিন্টু, মাজহারুল ইসলাম, হারুন অর রশিদ প্রমুখ।

এ সময় শহিদুল হত্যাকান্ড সহ সুজনকে গ্রেফতারের ব্যাপারে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর আলম। এ মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা ইন্সপেক্টর আবু সাঈদ জানান, গ্রেফতারকৃত সুজনকে আজ বুধবার সোপর্দ করা হতে পারে আদালতে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সুজনকে ৫ দিনের রিমান্ডের আবেদনও করা হতে পারে।

দামুড়হুদায় শোক দিবস পালন উপলক্ষে প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন ও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের সন্মেলন কক্ষে মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে এক প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আগষ্ট মাসে সারাবিশ্বে নেমে আসে শেকের ছায়া। শোকাবহ আগষ্টের আজ চতুর্থ দিন। ১৯৭৫ সালের সালের এ মাসেই বাঙালি জাতি হারিয়েছিলেন স্বাধীনতার মহান স্থাপিত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলী আজগার টগর।

প্রধান অতিথি’র বক্তব্যে এমপি আলী আজগার টগর বলেন,বাঙ্গালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকলে আজ বাংলাদেশ আরো অনেক এগিয়ে যেতো। এরপরও তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ডগুলো মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতি থামানো যায়নি। অতচ আজ তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের মাধ্যমে আজ বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদা লাভ করিয়েছেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনসুর বাবু, উপজেলা আঃ লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু,সাধারণ সম্পাদক মাহ্ফুজ’র রহমান মন্জু,দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর পঃ পঃ কর্মকর্তা ডাঃ আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ, উপজেলা কৃষি অফিসার সম্প্রসারণ অফিসার মাসুম আব্দুল্লাহ, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা

ডাঃ মশিউর রহমান, সমাজসেবা অফিসার গোলাম ছানোয়ার,মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আঃ মতিন, নির্বাচন অফিসার ইসহাক, সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ, বন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আইয়ূব আলী, আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন,দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল খালেক, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান কাজল,প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আঃ লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবীর ইউসুফ, উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি হাজী আঃ কাদির, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হয়রত আলী, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আশরাফ হোসেন,উপজেলা আনসার ও জিডিপি’র প্রশিক্ষক আশরাফুল ইসলাম, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্টু, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ্ এনামুল করীম ইনু,দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, নাটুদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শফি, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন হোসেন, হাউলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন সহ স্থানীয় সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দেশের করোনা সংকট মোকাবিলা করতে করোনাকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে কর্মসূচি পালনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সল্প পরিসরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে বঙ্গবন্ধু মুরালে পুষ্পস্তবক ও মাল্যদান, আলোচনা সভা, অনলাইনের মাধ্যমে রচনা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, উপজেলার সকল এতিমখানায় উপহার সামগ্রী, হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে উন্নত মানের খাবার বিতরণ সহ ধর্মীয় সকল প্রতিষ্ঠানে বিশেষ মোনাজাত এবং মন্দির, গীর্জা,সহ অন্যআন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনা করার সীদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কেরুজ কমপ্লেক্সে ২০২০-২১

অর্থবছরে ১শ সাড়ে ৪ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন

দেশের সবগুলো চিনিকল যখন লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে গভীর জলে হাবুডুবু খাচ্ছে, তখনো সরকারকে প্রচুর পরিমাণ রাজস্ব দিয়েও মুনাফা অর্জন করেছে কেরুজ কমপ্লেক্স। কেরুজ কমপ্লেক্স বরাবরের মতো গত অর্থ বছরেও মুনাফা অর্জন হয়েছে ১শ সাড়ে ৪ কোটি টাকা।

সরকারের রাজস্ব খাতায় ৭৩ কোটি জমা দিয়েও মিলের ৩টি বিভাগের ৭৬ কোটি টাকা লোকসান পুষিয়ে মূল মুনাফার খাতায় জমা হয়েছে প্রায় সাড়ে ২৮ কোটি টাকা। কেরুজ কমপ্লেক্স আরও লাভজনক করতে গ্রহণ করা হয়েছে নানামুখি পদক্ষেপ। তবে আগামি আখ মাড়াই মরসুম হুমকির মুখে পড়েছে। কেরুজ কমপ্লেক্সের বয়স পেরিয়েছে ৮৩ বছর। জোড়াতালি দিয়েই বারবার আখ মাড়াই মরসুমের কার্যক্রম চালু করা হয়ে থাকে। খানেকটা খুড়িয়ে খুড়িয়ে কোনোভাবে শেষ করা হয়ে থাকে আখ মাড়াই কার্যক্রম। লাগাতার যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে পড়ে নাজেহালে পড়তে হয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। চিনি কারখানার দশা যা হোক না কেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন থেকে প্রতি বছরের আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদনের লক্ষমাত্র বেধে দিতে কমতি করেন না কর্তাবাবুরা।

লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হোক বা না হোক বোঝা চাপিয়ে দিতে মোটেও ভুল হয় না করপোরেশনের। গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর কেরুজ চিনিকলের ২০২০-২১ আখ মাড়াই মরসুমের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিলো। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন কর্তৃক বেধে দেয়া লক্ষমাত্রা অনুযায়ি ওই মরসুমে ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিকটন আখ মাড়াই করে চিনি উৎপদন করতে হতো ৯ হাজার ৬২৫ মেট্রিকটন। চিনিকলের নিজস্ব ১ হাজার ৫৫০ একর জমিতে ২৪ হাজার মেট্রিকটন আখ, কৃষকের জমিতে ৬ হাজার ৯৮২ একর জমিতে ৯৪ হাজার মেট্রিকটন আখ রোপন করা হয়েছিলো।

এ ছাড়া বন্ধ হওয়া কুষ্টিয়া জগতি চিনিকলের আওতাধীন কৃষকদের ৩৬ হাজার মেট্রিকটন আখ কেরুজ চিনিকলে মাড়াই হওয়ার কথা থাকলেও শেষ অবধি তা কমে ১৪ হাজার মেট্রিকটন মাড়াই করা হয়। যে কারণে কেরুজ চিনিকলে ওই মরসুমে সর্বমোট আখ মাড়াই হওয়ার কথা ছিলো ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিকটন। ২৮ ফেব্রুয়ারি মাড়াই মরসুমের ৯৪ দিবস ছিলো।

ওই দিবসেই আনুষ্ঠানিকভাবে মিলের আখ মাড়াই মরসুমের সমাপনি ঘোষনা করা হয়। ওই মরসুমে ১ লাখ ১১ হাজার ৮৬২ মেট্রিকটন আখ মাড়াই করে চিনি উৎপাদন করা হয় ৫ হাজার মেট্রিকটন। তবে ওই মরসুমে চমকপ্রদ ঘটনা ছিলো ৯৪ দিন কোন প্রকার যান্ত্রিক ত্রুটি ছাড়াই বয়সের ভারে বুড়ো মিলটি আখ মাড়াই কার্যক্রম ছিলো অবিরাম। যে কারণে বাহ বাহ পেয়েছিলেন মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবু সাঈদ। তার যথাযত কর্ম কৌশল দুরদর্শিতা, দক্ষ নির্দেশনা, আন্তরিক মনভাব, শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মদ্দোম করে তোলা, সততা ও নিষ্টার প্রতিফলন বলেই মনে শ্রমিক-কর্মচারীরা।

২০২০-২১ অর্থ বছরে কেরুজ চিনি কারখানায় লোকসান গুনতে হয়েছে ৭২ কোটি টাকা। চিনিকলের ৯টি খামার। খামারগুলো অব্যবস্থানা ও দুর্নীতির আখড়াতে পরিণত হওয়ায় ফি বছরেই লোকসান গুনতে হয়। বরাবরের তুলনায় ব্যত্বয় ঘটেনি গত অর্থ বছরেও। অর্থাৎ এ অর্থ বছরে ৯টি খামারে লোকসান গুনতে হয়েছে ৩ কোটি ৮৫ লাখ ও পরিক্ষামুলক খামারে লোকসান হয়েছে ২০ লাখ টাকা। এছাড়া আকন্দবাড়িয়া জৈব সার কারখানা লাভের আশায় পথ চললেও দিনদিন অবশ্য লোকসানের অংকটা কমছে। ফলে বরাবর লোকসান গুনলেও এ বছরে তা লাভে পরিণত হয়েছে। এবার ২৫ লাখ টাকা মুনাফা অর্জন হয়েছে আকন্দবাড়িয়া জৈব সার করখানা থেকে। সব মিলিয়ে ২০২০-২১ অর্থ বছরে কেরুজ কমপ্লেক্স ৫টি বিভাগের মধ্যে চিনি, ৯ টি খামার ও পরিক্ষামুলক খামারে লোকসান গুনেছে ৭৬ কোটি ৫ লাখ টাকা।

এ দিকে মুনাফা অর্জন হয়েছে ডিস্টিলারী, হ্যান্ড সেনিটাইজার ও বায়োফার্টিলাইজার বিভাগ থেকে। ৫২ লাখ ৪৭ হাজার ৪৭৩ প্রুপলিটার দেশি ও বিদেশী মদ উৎপাদন করে বাজারজাত করা হয়েছে ৪৬ লাখ ৯৬ হাজার প্রুপলিটার। এবার ১ লাখ ১৬১ হাজার কেস বিদেশী মদ বিক্রি করে সর্বকালের রেকর্ড ভেঙ্গেছে কেরুজ ডিস্টিলারী বিভাগ। ডিস্টিলারী বিভাগ থেকে সরকারকে ৭৩ কোটি ২০ লাখ টাকা রাজস্ব দিয়েও মুনাফা অর্জন হয়েছে ১শ ৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা। বায়োফার্টিলাইজারে ভিনেগার উৎপাদনে মুনাফা অর্জিত হয়েছে ৩২ লাখ ৮৮ হাজার টাকা, হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদনে ৫৫ লাখ টাকা মুনাফা অর্জন হয়েছে।

সর্বমোট মুনাফা অর্জন থেকে ওই অর্থ বছরে সরকারের রাজস্ব খাতায় ভ্যাট ও শুল্ক খাতে জমা দিতে হয়েছে ৭৩ কোটি ২০ লাখ টাকা। অর্জিত মুনাফার ১শ ৪ কোটি ৪০ লাখ টাকার মধ্যে ৭২ চিনি কারখানা, ৩ কোটি ৮৫ লাখ টাকা ৯ টি খামার ও পরিক্ষামূলক খামারের ২০ লাখ টাকা লোকসান পুষিয়ে ২৮ কোটি ৩৫ লাখ টাকা লাভের মুখ দেখেছে। সরকার ২৫

কোটি টাকা মুনাফা অর্জনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে দিলেও তা টপকে এবার ২৮ কোটি ৩৫ লাখ টাকায় পৌছেছে কেরুজ কমপ্লেক্স। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কেরুজজ কমপ্লেক্স মুনাফা অর্জন করেছে ১৩ কোটি ৮২ লাখ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মুনাফা অর্জন হয় ১৫৮ কোটি ২৬ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকারের রাজস্ব খাতায় জমা দেয়া হয় ৭৩ কোটি ৯২ লাখ টাকা। রাজস্ব দিয়েও ডিস্টিলারী কারখানা লাভ হয়েছিলো ৮৪ কোটি ৩৪ লাখ ২২ হাজার টাকা। চিনি কারখানায় লোকসান গুনেছে ৬৮ কোটি ৫৭ লাখ ৮৪ হাজার টাকা। ৫০ লাখ ৬১ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে বায়োফাটিলাইজারে। বাণিজ্যিক খামারগুলোতে লোকসান গুনেছে ৩ কোটি ৯৫ লাখ ৮৪ হাজার টাকা। ২০ লাখ ৫৭ হাজার টাকা লোকসান গুনেছে আকন্দবাড়িয়া পরীক্ষামূলক খামারে। ফলে চিনিকলের ডিস্টিলারী কারখানা বাদে অন্যান্য ৪টি বিভাগে লোকসান গুনতে হয়েছে ৭৩ কোটি ২৪ লাখ ৮৬ হাজার টাকা। সরকারের রাজস্ব ও ৪টি বিভাগের লোকসান গুনার পরও কেরুজ কমপ্লেক্স ওই অর্থ বছরে লাভ হয়েছিলো ১১ কোটি ৯ লাখ ৩৬ হাজার টাকা। সে হিসেব মতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের তুলনা ২০১৯-২০ অর্থ বছরের লাভের অংকটা বেশ মোটা থাকলে তা টপকালো ২০২০-২১ অর্থ বছরের লাভের অংক।

কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবু সাঈদ বলেন, এ অঞ্চলের অন্যতম অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি কেরুজ কমপ্লেক্স। সর্বক্ষেত্রে কেরুজ চিনিকলের অবদান রয়েছে । সরকারের এ মূল্যবান সম্পদ।